তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্বং বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন ; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তত্ত্ব স্থির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি বর্ত্ম অতিশীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবেক, ধর্ম্ম সভার সভ্যগণেরা এতদ্‌গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই ।...

ডেবিড হেয়ার

(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২০ আষাঢ় ১২৩৭)

হিন্দুকালেজ।—কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইণ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত নাহওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ঐ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবো এতদ্বিষয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক বিশেষ চিহ্ন দ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমাদের বিবেচনা হয়।

হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা যে প্রথমে রামমোহন রায়ের দ্বারাই হইয়াছিল, তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। এ-সম্বন্ধে আমার "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধ (*Journal of the Bihar & Orissa Research Society*, vol. xvi, pt. II) দ্রষ্টব্য।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

অস্মচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশস্থ ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতৎপ্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাত্রসকলে একত্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে অনেকানেক ছাত্রেরা চাঁদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের বোধ হইতেছে যে এবিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন হইবেক···। —সং প্রং

(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের বিদ্যাবৃদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাঁহারদের সম্যক প্রকারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যেরূপ অকপটে মনোযোগ করিতেছেন তাহা কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার সূচনাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে সংক্ষেপে এক এড্রেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি প্রদান করিয়াছেন ঐ প্রশংসা লিপির অধোভাগে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অন্য পাঁচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকেরা দুই দিবস সভা করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেম্বরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটী সংস্থাপনের প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটীতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বসু শ্রীযুত বাবু তারাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাব মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জানুআরিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীদ্বারা প্রস্তুতীকৃত প্রশংসাপত্র পাঠান্তে গ্রাহ্য হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রীযুত পোট সাহেবের নিকট মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদনুযায়িকালে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ

মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার নিজের লিখিত অভিপ্রায় লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনাস্তি হর্যান্বিত হইলাম যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্যক ছিল।—সং কৌং।

উপরিলিখিত "দক্ষিণানন্দ" মুখোপাধ্যায় আমাদের সুপরিচিত "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।" 'দক্ষিণানন্দ ঠাকুর' রূপেও তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র হেয়ার-স্কুলে আছে।

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদুত্তরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা—প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার *David Hare* পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এগুলি ১৮৩১ সনের ২১এ মার্চ্চ তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।—

Calcutta, 17th February, 1831.

To
David Hare, Esqr.

Dear Sir: Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of thankfulness in the minds of those who benefit by it. What, then, must be the sentiments which animate the many who have enjoyed the happiness of receiving at your hands the best gift that it is possible for one thinking being to bestow upon another—education? It has been the misfortune and reproach of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example, it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent services to this country may be overlooked by others, they are appreciated by those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait—a request with which we earnestly hope you will have no objection to comply. Far be it from us to suppose that so slight a token of respect is adequate to the merit of your philanthropic exertions; but it will be a gratification to our feelings if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame, and to imitate immortality.

Waiting your kind compliance with the request contained in this address, and heartily wishing you health and strength to pursue the career which you have so long maintained,

We have the pleasure to be, dear sir,
Your most obedient servants.

[Signed by Dukinnundun Mookerjee, and 564 other young native gentlemen].

Mr. Hare's Answer.

Gentlemen: In answer to the address you have just presented to me, I beg to apologize for the feelings that overcome me; and I earnestly request you

to bear with me. A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India ; and with the sanction and support of the government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education.

Gentlemen : I have now the gratification to observe, that the tree of education has already taken root ; the blossoms I see around me ; and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career already began, is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors. It remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other countries in what manner they may render themselves useful.

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, for it expresses the unfeigned sentiments of their hearts. I cannot contain myself gentlemen. This is a proud day to me. I will preserve this token of your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath. I will bequeath it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do good to their brethren.

Gentlemen : Were I to consult my private feelings, I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice, but to fill a private station in life. When I see, however, that the sons of the most worthy members of the Hindu Community have come in a body to do me honour—when I observe that the address is signed by most of those with whom I am intimate, and whose feelings will be gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request.

17 February, 1831. (Signed) D. Hare.

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

সুধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।—গত রবিবার প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের এক সমাজ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্য্য এই যে চাঁদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যূনাধিক এক সহস্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে কিন্তু তাহাতে প্রতিমূর্ত্তির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ব্বার চাঁদা করা যাইবেক। শুনা গেল যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন।—সং কৌং।

(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।—

১০ মার্চ।

শ্রীযুত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্‌সন পাইয়া কর্ম্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিশ্যনর হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডেবিড হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের [Court of Requests] তৃতীয় কমিশ্যনর হইয়াছেন।

মেডিক্যাল কলেজ

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

সংস্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের অপর এই এক উদ্যোগ। ঐ কালেজের তাবৎ বিধান আমরা পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ করিলাম তৎপাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিতে পারে।

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫।

* * * *

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন রহিত হইবে।...

(১২ মার্চ ১৮৩৬ । ১ চৈত্র ১২৪২)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কার্য্যারম্ভ বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে না হইয়া দিবসান্তরাপেক্ষায় আছে।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড আকলণ্ড সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে ঐ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যেং ছাত্রকে ঐ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তাঁহারদের নাম ও ঐ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দে প্রকাশ করা গেল—বিশেষতঃ।

এক স্বুবর্ণ মুদ্রা	গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত
এক রৌপ্যময় মুদ্রা	
৩০০ টাকার এক পুরস্কার ...	শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত।
২২৫ ঐ ঐ ...	
১৫০ ঐ ঐ ...	
৭৫ ঐ ঐ ...	
শিবচন্দ্র কর্ম্মকার	পুরস্কার ২৬২॥
নবীনচন্দ্র পাল	ঐ ২৬২॥
জে সি সাইমন্স	স্বুবর্ণ মুদ্রা
ঈশান চন্দ্র গাঙ্গোলি ...	১৫০
ডবলিউ ফয়	রৌপ্যময় মুদ্রা
ঈশানচন্দ্র দত্ত	৭৫ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন
রাজা কৃষ্ণ দেব	
অমরচরণ সেট	
শ্যামচরণ দাস	
দ্বারকানাথ গুপ্ত	
নবীনচন্দ্র মিত্র	অতি নিপুণতাসূচক সর্টিফিকট
রামকুমার দত্ত	
কালিদাস মুখয্যো	
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	
মহেশচন্দ্র নান	নিপুণতাসূচক সর্টিফিকট
বেণীমাধব মজুমদার	
জেমস পাট	

যে ছাত্ত্রেরদের গুলিবাঁট করিয়া ঐ পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ প্রতিজনকে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাকা করিয়া প্রদান করিয়াছেন।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বিতরণ করা গেল। তৎসময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ পুরস্কার অতিবদান্ততাপূর্ব্বক স্বহস্তেই অর্পণ করিলেন।

প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র।

প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রত্যেক ২৭০ টাকা।

শ্যামাচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ১২০ টাকা লইলেন।

অন্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার। রামনারায়ণ দাস ১২০ টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্যামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন।

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা।

উমাচরণ সেট ১২০ টাকা।

অন্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার।

যাদব ধর নবীনচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকে ৫০ টাকা।

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা।

দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র।

পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা।

উপরিউক্ত ছাত্রেরা কালেজে স্থিতির কালানুসারে সংপ্রদায়েং বিভক্ত হইলেন।

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র।

এবং তদুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল ছাত্রেরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না তাঁহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। বর্ত্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক বৈতনিক আছেন।

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা ঐ চিকিৎসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। ঐ বক্তৃতাতে এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ্বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত সময়ে যদ্রূপ হইতেছে তদ্রূপ ছাত্রসমূহেতে ঐ শিক্ষালয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

মেডিকেল কালেজের পার্শ্বে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটী হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮০ জন রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন। এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে

এক যাঁহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অনুভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন তাহারদিগকে সাধ্যানুসারে সুস্থ করণার্থ অন্যান্য সুশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য্য এই যে জোড়াসাঁকোর ডাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শান্তির নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাঙ্ক্ষি উক্ত ডাক্তর ঐ স্থানে স্থিতি করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস করিলেন ইহার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অনুমান হয় যে গবরনর জেনরেল বাহাদুরের অশ্ব চিকিৎসা কার্য্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত্ত বা বাধিত হইয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে শাসন কর্ত্তারদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমরা নিরপরাধি হইব তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবর্ষীয় রাজধানীর উপযুক্ত এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলণ্ডীয় চিকিৎসকের অভাবে এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়া কুটুম্বের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের মূর্খতার বিবরণ এক মান্য জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফঃসলস্থ তালুক হইতে সমাগত হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে বলুন হা এ কি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রজা যাহারা তাহারদিগের কৃপার অধীন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে ঐ সকল অজ্ঞ মফঃসলবাসিদিগের চিরকাল ঐ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন তাহারদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [জ্ঞানান্বেষণ]

হুগলী কলেজ

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে হুগলির কালেজের কার্য্য আরম্ভ হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক কালেজে ভর্ত্তি হইল।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণস্য অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি শহর চুঁচুড়াস্থ শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৺ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এতদ্বিদ্যালয়ের কার্য্যোপষ্টম্ভ হইয়াছে।…অধুনা ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যার্থি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্চ আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ পাঠ করত অতি সুশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন। যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক অর্থাৎ মৌলবি অধ্যাপনানুকূল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানাধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খাঁ ও পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোত্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইহাঁরদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য ও সৌজন্যতা দর্শনে ও শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়েরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন। যাহা হউক অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যূনাধিক ১৬০০ ষোল শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে। অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্তুল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত এতৎপাঠশালায় যে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুই জন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্ব্বাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে পাঠানুকূল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর সুবিচক্ষণতা ও শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যতা ও বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে অজস্র পরিশ্রমের প্রাচুর্য্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশয্যতা দর্শনে আমরা কিপর্য্যন্ত বিনোদিত হইয়াছি। তদ্বর্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত কেলী সাহেব যিনি অধুনা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নানুকূল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। ইহাঁর বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরসা হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা ঐ ভাষায় অচিরে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যিনি পূর্ব্বে নিখিলগুণযুত শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নূতন কালেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহাঁর বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্য স্বরূপ শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই পাঠশালার কার্য্য ইঙ্গরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ্যাপনার্থ যে দুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরদিগের কার্য্যের উপষ্টম্ভ হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে

এতৎসাহিত্যে সংবর্দ্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কৃপার ঐ কৃত কল্পনা সফল হইয়া অস্মদ্দেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তা অনেক কবিরাজ মহাশয় যাঁহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্ব্বব্যাপি দর্পণে দেদীপ্যমান আছে। সংপ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব্ব বাগদানানুসারে উক্ত মহাশয় ঐ চিকিৎসালয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন। ইহাতে অস্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা কিপর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেলা দশ ঘন্টাসময়ে ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘন্টাপর্য্যন্ত তথায় অবিস্থিতি করিবেন। এতন্মধ্যে আধ ঘন্টা লিখিবেন। এবং অর্দ্ধ ঘন্টা জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র। অপিচ পারস্য ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিদ্যার্থি বালকেরা ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারা দুই ঘন্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘন্টা লিখিবেন। পরে তাবৎক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কার্য্য নিষ্পাদিত হইতেছে। পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যাঁহার চীনহইতে আশু প্রত্যাগমনের অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ্যা বৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যের আর২ নিয়ম কিরূপ হয় বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব।...কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ। হুগলির কালেজ।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

আমরা শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় শিশুাদগের হইতে ১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরম্ভ করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহার মধ্যে অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে দাতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখিত প্রকারে বলি যে বেতন লইলে যাহাদিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর ছাত্রদিগের অতিশয় যত্ন হইবে তাহাতে তাহারা প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে চলিতেছে ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তথাপি ঐ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত

বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০০ বালক অধ্যয়ন করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সরকার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতদ্রূপ হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম-দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

হুগলির কালেজ।—শুনাগেল যে শ্রীযুত সদর্লও সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদর্লও সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ ইসডেলই সর্ব্বপ্রথম এদেশে সম্মোহন-বিদ্যা (mesmerism) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসার সূচনা করেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

হুগলির কালেজ।—আমরা অবগত হইলাম যে চুঁচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের যে বাটী পশ্চাৎ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটী সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি ঐ বাটীতে ছাত্রেরদের পাঠনারম্ভ হইয়াছে। কথিত আছে যে উক্ত বাটীর মূল্য ২২০০০ টাকা এবং ঐ বাটীর প্রশস্ততা ও নির্ম্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য অত্যল্প। ঐ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ব্বার স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই অতিবৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুঁচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্য বাটী নাই।

এই সম্বাদ আমরা হরকরা পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ক্রয় করণ বিষয়ে সুবিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটী আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত এক নূতন বাটী প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটী ক্রয়করণ ও বর্দ্ধিত করণের ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নূতন রাজবাটী ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটী আর কুত্রাপি নাই।

বিদ্যালয়

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

…আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শত২ বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

…শিমুলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়…।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

অরিয়েন্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা।—গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের বিশেষ যত্নে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রায় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্রব্য প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এপর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া থাকেন।—সং চং।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটীতে [পাদরি ডফের] এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়…পাদরি সাহেব লোকেরা ঐ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলণ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

বেঙ্গলিম একাডেমী ।—উক্ত দিনে [বুধবার ১৪ ডিসেম্বর] ও কালে [১০টার সময়] এই স্থানে [ফিমেল সেণ্ট্রাল স্কুলে] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

ধর্ম্মতলা একডিমি।—১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্‌তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেবকর্তৃক নীত হইল। আর ছাত্রদিগের "একুট ও স্পিচ" ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

গত ৩১ আগস্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এবং অপর দুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের অধীন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ড্রাজু [ডিরোজিও] সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে ঐ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষাতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও তাঁহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল।

হিন্দুকালেজের পূর্ব্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনামক এতদ্দেশীয় এক যুব মহাশয়কর্তৃক [জোড়াসাঁকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বাবু ও তাঁহার মিত্রেরা ঐ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যাসাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি নাই। পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

এতদ্দেশীয় মহাশয়কর্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ব্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিত।

হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

প্রভাকর পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি ঐ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাঁহারদের উপকার যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে। ধনদাতৃগণের মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর।	..	৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।	...	১৬
শ্রীযুত আদাম সাহেব।	...	১০

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জনা বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্য কি শ্রম করিতেছেন...।—সং কৌং।

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ বিদ্যালয়ের গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া বহুবিধ বিচার করণানন্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেম্বর হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসি কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না...।

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম পুনর্ব্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাঁহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং ঐ পশ্বাচারি-সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলাম না। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্তেম্বরে হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্ম্মবিনাশাকাঙ্ক্ষি কতক২ মেম্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্রূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে সুপরামর্শ দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্তু তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্ভ্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না ঐ স্কুলের সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি অধ্যাপনাবস্থায় আছি। অপর আমি এই বিষয় সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এবং ঐ বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যে তাহার পোষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় ঐ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতান্তেচ্ছুক ছিলেন এবং যাঁহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পোষ্টিকতাকরণে যে অক্ষমযুক্ত তাঁহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দ্বারা এমত অনুমান করুন যে ঐ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষেরা ছাত্রেরদের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামঞ্জস্যের সপক্ষ অতএব তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্য্যকরণে কাহারু বাধা জন্মান তাঁহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাঁহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তদ্রূপ জ্ঞান যে সর্ব্বসাধারণের হয় ইহা তাঁহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি

আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামদ কি ভয় কি তাড়না কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কথাতে আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহা তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে কি আমরা মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে।—মাধবচন্দ্র মল্লীকস্য। ৩০ সেপ্তেম্বর ১৮৩১।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিন্টন ইষ্ট্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে উদিত হইয়াছিল…।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠার্থিগণের পরীক্ষা শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ সাহেবকর্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযুত আর্চডিকান্দ্বারা সম্পন্ন হয়।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসুজ মহাশয় যে এক চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাকেল সাহেব ঐ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।—সং প্রং।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন।—১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্যামপুষ্করিণীস্থ ১৫ নং বাটীতে স্থাপিতা।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সি এস আর এ এস মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে ধার্য্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।…

দর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

পরীক্ষক।—শ্রীযুত এস সিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ।

স্থাপক।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু।…

অধ্যক্ষ।—…শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব…মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু।

প্রধান সম্পাদক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু কালিদাস পালিত।

দ্বিতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সরকার।

চতুর্থ ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ নন্দী।

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস।

তন্নিয়ম।—১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যগ্রাশক্ত হইবেন তাঁহারদিগের স্ব২ পিতা বা তত্ত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুম্বদ্বারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে তাঁহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্ষাবধি নববর্ষ বয়স্কপর্য্যন্ত বালকগণ সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপর্য্যন্ত হইলে এবং উপযুক্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে তাঁহারাও নিযুক্ত হইবেন।

৪। এই পাঠশালাতে কোন বালক ষড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে পারিবেন না।

৫। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম্ম হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক।…

(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বেনিবোলেন্ট ইন্‌ষ্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।—১ আপ্রেল ১৮৩৭ অবধি।

... ...	মাসিক	বার্ষিক	দান
শ্রীযুত বাবু মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর	১	০	০
শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস	০	৫০	০
শ্রীযুত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু পাঠশালার স্থাপক	০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর	০	০	৩২
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর	০	১০	০
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	২	০	০
শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ পাঠশালার ঐ	০	১০	০
শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক	১	০	০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ বসু	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোয্যা	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর	০	১০	০
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু হরকালী ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুখোয্যা	১	০	০
শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার	১	০	০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব	০	০	২৫
শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায়	০	০	১৬
শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত	০	০	১০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়	০	০	৫
শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ দেব শ্রীরামপুর	০	০	৫

শ্রীকৃষ্ণহরি বসোঃ। প্রধান সম্পাদক।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।—শুনিয়া আহ্লাদ পুরঃসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি যে সংপ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানাস্থানে স্থাপিতা হওয়াতে কথিতা ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল তল্লোপে হিন্দুদিগের ভাষার অনেক ক্ষতি বোধ হইয়া থাকিবেক। এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বহুজনের উপকারক হউক।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশালা ১৮৩৭ সালে ১ জুন তারিখে শ্যামবাজারে ৩১ নং বাটীতে স্থাপিতা হয়।

উপরিদর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। সি এস আর এস

স্থাপকদ্বয়।—শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান তত্ত্বাবধারক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণলাল দেব।

১ ও ৩ শ্রেণীর।

প্রথম শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

২ ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর।

দ্বিতীয় ঐ শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সরকার।

পণ্ডিত। শ্রীযুত [নাম দেওয়া নাই]

পরীক্ষক। শ্রীযুত কালীদাস তর্কসরস্বতী।

—

উক্ত পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্টা পরাহ্নপর্য্যন্ত মুক্ত থাকিয়া শুদ্ধ বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা হয়।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।—প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্মলোপ

হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।…কস্যচিৎ বড়বাজারস্থস্য।—সং চং।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত জি এ টরণবুল সাহেবকর্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে অরিএণ্টল সেমেনরিনামক পাঠশালায় শিক্ষকতাপদে মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধ্যে ছাত্রেরদের বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধিতে তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশমান হইয়াছে। স্বীয় আত্মীয় ব্যক্তিবদের পরামর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ বাঞ্ছা করেন যে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্তানেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণকরাতে দয়াবান্ মহাশয়েরা অবশ্যই ঐ কার্য্যের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুত মধুসূদন নন্দী। কলিকাতা ২৪ অক্টোবর ১৮৩২।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৫ চৈত্র ১২৩৯)

সংপ্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীকৃষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু হলধর সেনকর্তৃক পৌর্ব্বাহ্নিক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী ভাষাতে অত্যুত্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কার্য্য তিনি ও তাঁহার মিত্রগণ এমত নির্ব্বাহ করিতেছেন যে তদ্দ্বারা ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন।…ঐ পাঠশালায় ৬০ জন ছাত্র আছেন তাঁহারা ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত।…কস্যচিৎ হিন্দুবালকস্য। নিমতলা রাস্তা ১৮৩৩· ৩০ মার্চ।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুত হের সাহেবের পাঠশালা দগ্ধ।—শ্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গরেজী স্কুল বাটীর মধ্যস্থ বাঙ্গালা পাঠশালা গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম যেহেতুক ঐ বাঙ্গালা ঘর প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে অগ্নি লাগে তাহা অদ্যাপি আমরা শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং নির্ব্বাণার্থ যে সকল উদ্যোগ করা গিয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত আছেন অতএব আমারদের ভরসা হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অগ্নিনির্ব্বাণের কোন উত্তম উপায় করা যায়।—সম্বাদ কৌমুদী।

(২২ মার্চ ১৮৩৪। ১০ চৈত্র ১২৪০)

The Minerva Academy.—Mr. Geo. Edward Mullins respectfully informs the Hindoo Community of Calcutta and its vicinity, that his interest has ceased in the Oriental Seminary at Burtolah, from Monday last the 17th March, and that he has established a School (designated The Minerva Academy) on his own account and responsibility at Sobha' Bazar, Chitpore Road, No. 280, where he will be happy to receive Youth for instruction in English Literature :...The course of instruction pursued, is upon the most approved English principles, (that of Doctor Bell's)...

Terms moderate ; viz. two rupees per month, each Pupil ;... School hours from 10 A. M. to 4 P. M....*Calcutta 18th March*, 1834.

(১২ জুলাই ১৮৩৪। ২৯ আষাঢ় ১২৪১)

কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয়।—ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই।

১	হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা	৩৩৮
২	কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নানা পাঠশালাতে	৩০০
৩	পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে	৩৫০
৪	চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে	২০০
৫	অরিয়েণ্টল সেমিনরিতে	২০০
৬	ইউনিয়ন স্কুলে	১২০
৭	জুবিনিল স্কুলে	৭০
৮	হিন্দু ফ্রি স্কুলে	১৬০
৯	হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে	৯০
১০	নূতন হিন্দু স্কুলে	৪০

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

পারেণ্টল আকেডেমিক ইনষ্টিটুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব্ব বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন সাহেব ঐ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার তাবৎ কর্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই ঐ

টাকা দিতেছি। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাকা প্রদান করিলেন।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২)

বার্ষিক পরীক্ষা।—গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইণ্ডিয়ান আথ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএন্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেন্ট-নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে এক দিবস স্বয়ং গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিশু পাঠার্থে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহ্লাদে উপদেশ করিতেছেন। এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দর্শিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়-গণেরা স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কস্যচিৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পণপাঠকস্য।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসু কৃত স্থাপিত যোড়াসাঁকোর অরিএন্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া পাঠাইতেছি। ঐ পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযুত ৺দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের আলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্য ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্স তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহুতর অন্য অগণনীয় মহাশয়েরা মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্ব্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে২ বালকেরা ঐ বৈঠকে স্পিচনাট করেন প্রথম কৈলাশচন্দ্র নামক এক বালক উঠিয়া ব্রটন সিজরকে হত

করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিসুন্দররূপে কহিলেন তদনন্তর কালিকুমার মুখোপাধ্যায় যষ্টি হস্তে এক অন্ধবালকের বেশে স্বস্বকৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় সুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ চতুর্থ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্ত্তারা উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি। এন সি এম কোণনগর।

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯)

আমরা অত্যন্তাহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাঁহারদের পরিজনগণের আবাস তাঁহারা ঐ স্থানে বৃহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন অল্পকালের মধ্যে তিনিও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারম্ভ করিবেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে গত ১৪ [জুন] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বারা ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা ভাষাভ্যাসক কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে ঐ সাহেবের পাঠশালার যদ্রূপ নিয়ম আছে তদ্রূপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে। এই স্থানের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে।...

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারদের উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা দুঃসাধ্য যেহেতুক শুদ্ধ দেশোপকারার্থ তাঁহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। এবং তাঁহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি স্থানপর্য্যন্ত সংপ্রতি এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় ঐ বাবুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে ঐ বিদ্যালয়ে অন্যূন পাঁচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে যে দুর্গোৎসবের পর ঐ পাঠশালা বাটী আরো বাড়ান যাইবে।

শিক্ষা

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।—গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বার্ষিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদ্যপিও তৎসময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফর্দ্দে নামাঙ্কিত ইঙ্গরেজী ও পারস্য ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮০ জন হইবে। ঐ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব লণ্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায় পারস্যের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সন্তোষ জন্মিল। ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষয়েরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণ্য ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে। যে ছাত্রেরা বহুকালাবধি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তাঁহারদের অতিসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদৃশ নৈপুণ্যাদি কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাঁহারা অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা করিয়াছেন।

ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রামে যদ্যপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে তাহারা বিদেশীয় দুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও বীজগণিত ও অঙ্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য্য বোধ হইত কিন্তু এই বঙ্গদেশারণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো অত্যাশ্চর্য্য বিষয় কিন্তু সামান্য গ্রামস্থ বালকেরা যেমন তেমন টাকিস্থ বালকেরা নহেন তাঁহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের কুটুম্ব ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং তাঁহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ অগ্রগণ্য ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রান্তরূপ। এইক্ষণে ঐ পাঠশালাতে এমত কৃতকার্য্যতা হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এমত মানস করিয়াছেন যে স্কটলণ্ড দেশহইতে নূতন সাহেব লোকেরা পহুছিলে কেহ২ দুই এক মাসের নিমিত্ত ঐ পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন।

অতএব এইক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। ঐ পাঠশালা এইক্ষণে পাঁচ বৎসরাবধি চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তদ্ভিন্ন ঐ বাবু বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ঐ বাবুরদের আদর্শে অন্য এক জন ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ইহারদের প্রতি সম্ভ্রম করিয়া এমত কর্ম্মের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি

এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়েরাও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা প্রচলিতকরণার্থ এডুকেসন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন।

(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬)

বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।—কিয়ৎকাল হইল সম্বাদ পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারেরা দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবশ্যক বোধ করিয়া ঐ অঞ্চলস্থ অতিদরিদ্র স্বদেশীয় লোকেরদের বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্য স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ বিদ্যালয় ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ইঁহারদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা তাহার সাহায্য করেন তবে এই নূতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১১ মাঘ ১২৪২)

পানীয়হাটির বাবু।—পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত চব্বিশ পরগনার জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপ-করণার্থ অতিবদান্যতাপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও কলিকাতার মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাঁহারা উপযুক্ত বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগগননামক এক জন সাহেবকে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ সাহেব বঙ্গভাষাতে সুশিক্ষিত নায়েব একজন পোর্ত্তগীশের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ পাঠশালা অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই প্রত্যহ দলে২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে। অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ ঐ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা নির্ব্বাহার্থ উত্তরকালে ঐ মহাশয়েরদের নিজহইতে দান করিতে হবে।

অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন।

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্য এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ ত্রুটি করিবেন না।

তাঁহারা জ্ঞানি ব্যক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ এই অন্যতর উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলতঃ ইহাই প্রকৃত বদান্যতা এবং এতদ্রূপ বদান্যতাতেই প্রকৃত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাটা কুরিয়ার]

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

নূতন পাঠশালা।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু তারকানাথ সেন সুখচর গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া গেল ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজ ব্যয়ে চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে ঐ বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয় পরে গত সোমবারে আরো বিংশতি বালক ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজে অথবা হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বসিয়া দিবেন...।

(৩ মার্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়।...ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার

অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে অধিক সংখ্যক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা উচ্ছিন্না হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকূল্যে বাঙ্গালা পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাকা দিতে হুকুম হয় তদ্দারা মে সাহেব গরিহাটীঅবধি কৃষ্ণনগরপর্য্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কর্ত্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে বহুকাল ব্যক্ত হইল না সুতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকেরা তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পাদরি সাহেব আপন পরিশ্রম ও আয়াস ন্যূন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোষিক পয়সা দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুনা যায় নাই এবং বোধ-গম্যও হয় না।

সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাদরি সাহেবের নিজের বেতন এবং তাঁহার পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়।

পাদরি মে সাহেবের পরে পাং পীয়র্সন সাহেব ঐ কর্ম্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিগ [Higgs] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে ঐ পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে। অপর পাদরি সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কর্ম্মসত্ত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন পরন্তু গুরুমহাশয় যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরি সাহেবের নিজের লোকের আত্মীয় এজন্য তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সমাচার পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ঐ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিব্যতীত আর কাহার কি উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে।

পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকুল গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত

লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইঁহারদিগের বিশ্বা মনুষ্যত্ব না হইলে সাধারণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা হয় মাত্র।

এতদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্ব্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখা পড়া পূর্ব্বে হইত এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্যাদান অনাবশ্যক এই বিবেচনাবিধায় ঐ পাঠশালা কোন মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাঁচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না। কস্যচিৎ চুঁচুড়ানিবাসিনঃ।—সং চং।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল মহামহিম ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব সদ্বিচারাধিপতির বিশেষানুধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় ব্যসনে এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্রীনাথ সোমাদ্দার সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়দ্বয়ের অধ্যায়নানুকূল্যার্থে এতৎ পাঠশালার শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তদবধি ইঁহারদিগের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় ধনমান্ত মহাশয়েরা স্ব২ বালকগণে তত্তৎ সন্নিধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে…।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

ত্রিবেণীর স্কুল।—প্রভাকর পত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।—হরকরা।

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

মহেশপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়েরা এক চাঁদা করিয়াছেন তাহা বারওআরি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার এই এক চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে।—জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে।

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—জিলা হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি জমীদার মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যয় তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিবেন।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্দ্ধমানে শ্রীযুত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবী এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য দুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে এতন্নগরের প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্দ্ধমান নগরে যেং সাহেবলোক বাস করেন তাঁহারদের তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে এবং সকলেই আনুকূল্য করিবেন এমত গতিক বটে বর্দ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্য স্থলে যদিও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।—সং কৌং।

(২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে। উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপাদ্বারা চলিবেক এবং তজ্জন্য চাঁদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অস্মদাদির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম কেবল এই শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ছাত্রগণেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন ঐ জিলায় কতকগুলিন সিবিল সরবেন্ট কর্ত্তৃক এক

কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টান্ত যাহা ঐ জিলাস্থ প্রধান২ লোককর্তৃক রচনা হইয়াছে তাহা অন্যান্য লোকেরা মনোনীত করিয়া তাঁহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদ্যা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বর্দ্ধমানের মহারাজা।—মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার কল্প আছে তাহার চাঁদাতে বর্দ্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌণ্ডতাপূর্ব্বক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই বার্ত্তা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহ্লাদ জন্মিল। এবং গত বৎসরে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ বর্দ্ধমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষাভ্যাসার্থ যে বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুদ্র ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

শান্তিপুরের আকাদিমি।—...বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ব্বাহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।...ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে। অপর শ্রীযুত জজ এডার্ড মলিন্স সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে দুইবার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন...। কেষাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্তিপুর ১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩)

এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।—সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে শান্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রেরা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন।

(১ মার্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

মুরশিদাবাদে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এই নিয়মের মূল শ্রীযুত কাপ্তান থোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ

কমিটিতে দুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক ব্যক্তি তৎকর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হন কিন্তু কালেজের দুই জন ছাত্র তৎকর্ম্মে মনোনীত হইয়া এইক্ষণে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন।

(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭। ১৩ কার্ত্তিক ১২৪৪)

মুরশিদাবাদের নূতন পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।···কএক সপ্তাহ হইল বহরমপুরে গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল সাহেবের বাটীতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা একত্র হইয়া সয়দাবাদের নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কার্য্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন কিন্তু এই পর্য্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জ্জনার্থ সামান্যরূপও কোন উপায় ছিল না অতএব ঐ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক আছে। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বারা শিশুরদের বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে কোন্ ব্যক্তির আহ্লাদ না জন্মে। এই বিষয়ে ৺প্রাপ্ত রাজা হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় স্বীয় সৎবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন সুতরাং তাঁহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনারদের দেশীয় বালকেরদিগকে ঐ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে।

অপর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণ পূর্ব্বক এই স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এবং ছাত্রেরদের স্ব২ জাতীয় ধর্ম্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। শ্রীযুত ইয়াট সাহেব অর্থাৎ যিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্কুলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইবে। এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্ত্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল।

শ্রীযুত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায়	···	২০০০
শ্রীযুত বাবু নরসিংহ রায়	···	১০০০
শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল	···	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ		৫০০
শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	···	২৫০
শ্রীযুত বাবু পুলীন বিহারী	···	২০০
শ্রীযুত বাবু রায় হরি সিংহ	···	৩০০

শ্রীযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র	...	১০০
শ্রীযুত বাবু জগমোহন মহাত্মা	...	১০০
শ্রীযুত বাবু মহিমান গোস্বামী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী	...	১০১
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ কাটমা	...	৮০
শ্রীযুত বাবু রাধানাথ শীল	...	৮০
শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর সেন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ মজুমদার	...	৩০
শ্রীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু নৌনিধি দাস	...	২০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য্য	...	৪০
শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসাদ সরকার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	৩২
শ্রীযুত বাবু উমানাথ সরকার	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ	...	১৬
শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়	...	৫০
শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ রাম	...	২০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মথুর হালদার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায়	...	২৫
শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ সেন	...	২৫
শ্রীযুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র	...	৫১
শ্রীযুত জাল বাবু	...	৫০
	কোম্পানির টাকা	৬৯৩৪

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিতকরণের তাৎপর্য্য এই যে এই গ্রামের এবং জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।

অধ্যায় প্রকরণ।

(১) ১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা।

২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি।

৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্ত্র বাঙ্গালা দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ।

(২) ৪। কালেক্টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কুলের খাজাঞ্চি হইবেন।

৫। যদ্যপিস্যাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাতে টিচর অর্থাৎ শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক।

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ এবং অন্যান্য লোককে মিনতিপূর্ব্বক জানান যাইবেক যে তাঁহারা স্কুলের পুঁজির জন্য তাঁহারা কিছু২ টাকা প্রদান করুন।

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোলা থাকিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি মুসলমান।

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড়ুয়াব্যতিরেক হিন্দুলোক অন্য ছাত্রবর্গকে বিদ্যা শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে হইবেক।

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ মাস অন্তর এনতেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

আন্দুল গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা।—বর্ত্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক স্থানের গৃহে ঐ আন্দুল এবং তন্নিকটবর্ত্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যনুসারে শতাধিক সম্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ সভাতে···শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত [হইলেন]···

সভাপতি কর্ত্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।—অস্মদাদির বাস স্থান এই আন্দুল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাতাপন্ন হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাতে অন্যান্য অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্ব্ব কালে এস্থলে ৺ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৺রামগোপাল তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ৺কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ৺ সাতুরাম তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য এবঞ্চ ৺রামমোহন বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের তুল্য সরস্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্বীপতুল্য দক্ষিণ নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাঁহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্ত্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় গণ যাঁহারা আছেন কাল সহকারে পূর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রাভ্যাসের ন্যূনতা এবং পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা তথা তদ্দ্বারা পণ্ডিত মহাশয় দিগের উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এবঞ্চ অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে। অধিকন্তু ইংরাজি বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্ব্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু ঐ বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা ইদানীং প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে অস্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্যা শিক্ষা না করাতে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সৎবর্ত্ম অদৃষ্টিহেতুক কুপথাবলম্বী হইতেছে।

অদ্যকার এই সভা হওনের তাৎপর্য্য এই যে সংস্কৃত এবঞ্চ ইংরাজী বিদ্যাদ্বয় এস্থলে উত্তমরূপে অনুশীলন হয় তদ্বিশেষঃ সন্তোষ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কার্য্যে ব্যবহার্য্যা ছিলেন না পারস্য বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতানুযায়িনী বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্য্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ঐ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদর্থে সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল। দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্যা বর্ত্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পর দ্বেষাদি বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্যকতা হইতেছে

কিন্তু ঐ বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিনা কি প্রকারে সম্ভব হয় এবং ঐ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন যাঁহারা স্বীয় পৃথক উদ্যোগে অর্থব্যয় দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের উৎসাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য ঐক্য দ্বারা যে অপূর্ব্ব ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যানুসারে উদ্যোগ করণে অংশী হইবেন। পরন্তু উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাজকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন।...

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই. বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাণ্ডুলেখ্য মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় এবং হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সংশোধন করণার্থে উপযুক্ত পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন তদ্বিশেষঃ হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ও আনন্দচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ন তর্কবাগীশ ও পার্ব্বতীচরণ তর্কালঙ্কার।...

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬)

বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরাহ্ণে বারাসত গ্রামে ও নিকটবর্ত্তি অতিমান্ত কএক জন মহাশয় ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ ঐ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাটীতে এক সভা হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুয্যে হরিনাথ বাঁড়ুয্যে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বাঁড়ুয্যে শ্রীযুত বেণীমাধব চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুয্যে শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত চতুর্ভুজ চাটুর্য্যে শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়য্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুত রামকমল গুপ্ত শ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত ভোলানাথ বসু এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বসু।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে

শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমনি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ বাঁড়ুয্যের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা সাধারণ কমিটির অধীনে বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন।

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাণ্ডুলেখ্য এই জিলার জাইন্ট মাজিষ্টেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্রার্থনা করা যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ও বাবু গিরীশচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল যে ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়ুয্যে ও শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষের দ্বারা ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিত হয়।

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বারাসত নিবাসি মহাশয়েরা ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে উপস্থিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহা শ্রীযুত সাহেবের নিকট অর্পণ করা যায়। তৎপরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের সম্মতি হইল এবং শ্রীযুত সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানন্তর স্বস্বাবাসে প্রস্থান করিলেন। রায় মোহনলাল মিত্র। নবীনচন্দ্র মিত্র সেক্রেটরী।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মূর্জাপুর গমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকদিগের সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা মহৎ উপকারজনক হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মূর্খদিগের মৌর্খাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং সুখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে এমত যত্ন পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শ্রবণ করিলাম যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন।

চতুষ্পাঠী

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

নূতন চতুষ্পাঠী।—হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌষাবধি নূতন চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ন্যায়াদিশাস্ত্রাধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাবংশপ্রসূত অতিখ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান

ইহারদিগের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পণ্ডিতাজ্ঞানুসারে আমরা অহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্তিক ধার্ম্মিক ধনি মহাশয়েরা অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনাশূন্য কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্ম্মশীল মহাশয়েরা কর্ম্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচার্য্যকে কেহ বিস্মৃত না হন।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

নূতন চতুষ্পাঠী।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুপণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারম্ভ হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং ঐ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ঐ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতাবনিতালতাঃ।—সং চং।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।…প্রায় দুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা মহানগরে আসিয়া কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বারা মোং হাতির বাগানে একখান চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায়ে অনেকে একত্র হইয়া নিত্য নূতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরূপে গুরু হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তৎপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রহ্মসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টৌ। তৃতীয় ব্যক্তি কহেন যদ্যপি ঐ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাঁহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্‌বৃত্তান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ। কস্যচিৎ কুমার-হট্টনিবাসি বিবাদ ভঙ্গ নৈষিণঃ।

স্ত্রীশিক্ষা

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

বঙ্গদূতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্য্যন্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অনুপযুক্ত তৎপ্রযুক্ত অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি।

স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেথানে পাটোয়ারিগিরি ও মুহরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।

এবং কেবল বাঙ্গলা কথ ফলা বানান আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। যেহেতুক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিদ্যা বৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়।

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারতপ্রভৃতি পাচালি গ্রন্থ যে আছে অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অনুশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে যথার্থ কিন্তু রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহারকরণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে তৎপ্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকানুশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবলা হইতে পারেন।

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে

পারে কিন্তু সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়দর্শন যাহা প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।

ইহার প্রমাণ অন্যত্র অন্বেষণকরার আবশ্যকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই ইহার প্রমাণ, যেহেতুক তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও ষড়্দর্শনের তত্ত্ব করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ দুরাশামাত্র।

অপর মিসিনরি সাহেবেরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ব্বক বাগ্‌দী ব্যাধ বোদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানানপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধনের ন্যায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণপর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক না কিন্তু ইহাতে ইষ্ট সম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং বিস্তরেণ।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।...আমি হিন্দু আপনি খ্রীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে অস্মদাদির ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি না বরং চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৩ সংখ্যক দর্পণে অতি-মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আষাঢ়ের প্রভাকরেতে তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাশয়েরা যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম...।

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক না এমত লিখিয়া মহাশয় সহস্র বৎসর জিবীত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর।

অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণা পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নানা প্রমাণ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ পাইতেন তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে) এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে

আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তাঁহার এ অনুমান যে তাহা এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মসভাতে তবলার চাটী শুনিয়া জবন বাদ্যকর থাকা অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্রূপ জানিবেন।

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর। দীক্ষা-বিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে।

/ স্ত্রিয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণাঃস্মৃতাঃ।
মন্ত্রতন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা।

এবঞ্চ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে।

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাত গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
পত্নীং বা সৎ গুণোপেতাং পুত্রং বা জ্ঞান সংযুতং।

ইত্যাদি অতএব চন্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য যে স্ত্রীলোক যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইতে পারে আর আমারদের হিন্দুর ধর্ম্মে (সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ) ইত্যাদি বচনানুসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্ম্মপত্নী-ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় এই সকল প্রমাণানুসারে মহারাষ্ট্রাদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোক সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে এবং মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদি স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর যে তিনি লেখেন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ইহা কে না স্বীকার করেন বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং স্ত্রীরদিগের এই ধর্ম্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া তদ্বিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা।

প্রভাকরপ্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী-প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রূপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭।৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে ৭।৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্হ্য কর্ম্ম হইত না। আর দেখুন সামান্যতঃ জীবহত্যাকরণ মনুষ্যের পাপজনক যজ্ঞেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

মহাশয়েরা পশুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাহ্মণের মদ্যপান সর্ব্বথা নিষেধ যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণো নচহন্তব্যঃ সুরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি যাগপ্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরা সুরাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তাঁহারা মহাপাতকী হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম যদ্রূপ বিশেষ বিধিদ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়েরা করিয়া থাকেন তদ্রূপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানন্তর অন্য পতি করিয়া থাকেন। তাহা বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দুশাস্ত্রে তাহার নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শাস্ত্রাভ্যাসকরণেতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অনুচিত।

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা পড়িবেন তথায় তিনি রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ কেবল কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রূপ পরীক্ষা লওয়াতে শেষে তাঁহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রৌঢ়াস্ত্রীকে পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপর্য্যন্ত বয়স্থা না হয় সেপর্য্যন্ত দোষসম্ভাবনা নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকর্ম্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে তাঁহার আকাশতরু প্রসূনের ন্যায়।

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে বারাঙ্গনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সে সর্ব্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়া অবহেলা না করিয়া দর্পণে স্থান দিয়া প্রভাকর-প্রকাশকের শান্তি জন্মাইবেন নতুবা তিনি কোথা জানি শান্তি পান অলমধিক নিবেদন মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসস্য। কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮)

নূতন বালিকা বিদ্যালয়।—আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্যে শ্রীযুক্ত রিবেরণ্ড মেকফরসন সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে।—সং কৌং।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

ফিমেল সেন্ট্রেল স্কুল।—গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে

বালিকাদিগের পাঠারম্ভ হইল এবং রেবরেণ্ড রাইকার্ড সাহেবকর্তৃক পরীক্ষা নীত হইলে তদ্দিদৃক্ষু অনেক মান্যা বিবি ও এর্চডিকন্ কারী সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তুষ্ট হওনানন্তর উপরিস্থ ঘরে "ফেন্সী এর্টিকেল" ক্রয় করিয়া সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় কতিপয় সম্বৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শেতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ যাঁহারা দোষের আকরমূল উৎপাটন করিতে চাহেন তাঁহারদিগের ন্যায় নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণ যাঁহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলে তাঁহারদিগের সঙ্গেও তুল্যাস্পর্দ্ধ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি ঐ বাবুরা জগতের আমূল কোমলস্বভাব সুন্দরীদিগের সুশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন কিন্তু ঐ বাবু দ্বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকর্ম্মের পারিতোষিক না পাইলেও মন তাঁহারদিগকে পারিতোষিক দিবেন কেননা যে দেশের লোকেরা মূর্খতাপ্রযুক্ত অস্মকৃত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহারদিগের উপকারকর্ত্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্ম্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্ম্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাঁহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্ব্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—গত কএক বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যানুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংপ্রদায় আহ্লাদিত হইতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়েরা যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ করি যে আরো বিদ্যার মহানুশীলন হইতে পারিবে। কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত হইলাম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কএক জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রী লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। যদ্যপি পুরুষেরদের সঙ্গে২ স্ত্রীরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্ব্বকালেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকেরা যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যে সময়ে লোকেরা দিবা রাত্রি গণ্ডগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি নানা আশু সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু ঐ সকল অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার ঐক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অন্ধকার। কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্য্যে রত হইবেন। বাণিজ্য বা বিদ্যার্থ তাঁহারা ভিন্ন দেশেও গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাঁহারা আপনারদের ধন ব্যয় করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন। আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীত্যনুসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়া থাকিবেন অধিকন্তু প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে বিবাদ জন্মায় এবং ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থ পুরুষেরদের কি পর্য্যন্ত সময় হরণ না হয়। সকলই অবগত আছেন যে ঐ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তদ্দ্বারা ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্খত্ব তাহারদিগকে উত্তমরূপে

বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল দর্শাউন তবে মূর্খতা দূর হইবে অতএব আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুঁচুড়া শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রূপ টাল মাটাল আর কতকাল পর্য্যন্ত করিবেন। অতএব অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কর্ম্ম উত্তম বটে এবং শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সুফল দর্শিতে পারিবে।···কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য। চুঁচুড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮।

পণ্ডিত

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন···।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে কুণ্ডহট্ট গ্রামে নীলমণি আচার্য্যনামে এক জন দৈবজ্ঞ পরলোক গত হইবাতে···।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সম্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং

আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদেয় সহিত দেশে বাস করিতেছেন।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রাজা রামমোহন রায়ের গুরু। হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টীকা ও জয়গোপাল তর্করত্ন কৃত টিপ্পনী এবং অনুবাদ সমেত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক সংস্করণ তর্করত্ন-মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

ঐ গ্রাম [পুঁড়া] নিবাসী ৺কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি যদ্যপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য এবং অনেক বড় লোকের বাটীতে কর্ম্মকাণ্ডসময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর স্বেবাহওয়াতে তাঁহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষতা করিতে পারেন না তথাচ মুন্সী বাবুর বাটীতে অধ্যক্ষ বটেন...। কস্যচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্য।—সং চং।

(৯ নবেম্বর ১৮৩৩। ২৫ কার্ত্তিক ১২৪০)

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্ব্বস্থলীনিবাসি ৺কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় কৌন্সেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত করিবাতে হজুরের সাহেবেরা অনুগ্রহ করিয়া পেন্স্যনের হুকুম দেন ভট্টাচার্য্য সেই হুকুমানুসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি ১২৪০ সাল ১৯ কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ৺তীরে ৺নামস্মরণ পূর্ব্বক ৺ধাম গমন করেন ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির খেদ না জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কার্ত্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শর্ম্মণঃ।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে সেইখানে শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন

করিয়া তদবধি ঐ ধর্ম্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্ত্তারাও তাঁহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তমরূপেই চলিয়াছিল অনন্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশকরণের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া দুই তিন মাসপর্য্যন্ত বিসাপ কালেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন যাঁহারা অন্তরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা অতিশয় কটু কাটব্য কহিবেন।

তাঁহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পাদরিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই।

পাদরি কৃষ্ণমোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশবৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহকরত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদৃশ কার্য্য প্রায় কোন কর্ম্মকারকের প্রতি হয় নাই তাঁহার সমুদয় মাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহা সাম্বৎসরিক রিপোর্ট দ্বারা সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্ম্মে তাহার দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব লোকেরা নিযুক্ত করেন নাই।…পূরণীয়া জিলা নিবাসি যথার্থবাদিনাং।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

হালহেড সাহেব।—অপর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলণ্ডদেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা

ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে স্বরূপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় .করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স সাহেব পঞ্চাননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তদ্দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।

১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৭, শনিবার) তারিখের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে পঞ্চানন মিস্ত্রী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—

কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিতা পুত্র দুই জন অক্ষর ও প্রতিবিম্ব-প্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু। তাঁহারা যে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইঙ্গরাজ লোককর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বৎসরপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হয় নাই। ১১৭৮ সালে হালহেড সাহেব বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণানন্তর তদ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক হইলেন। পরন্তু বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু শিল্পকর্ম্মি উইলকিন্স সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে কোনক্রমে মনোহর মিস্ত্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১১৯৯ সালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক কেরি সাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করণপূর্ব্বক যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহারদের নিকট কর্ম্ম পাইয়া বাঙ্গলা ও দেবনাগর ও উড়িয়া-প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ঐ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরেং পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ইঙ্গরাজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকান্তর গত হন তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ম্মেতে অতি পটু। সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম ঘটিত অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাঁহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরো বাক্ত আছে অতি প্রেয়সী ভার্য্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব্ব স্বর্ণময় এক হার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য সুরচিত প্রায় ধনাঢ্যের বাটীতেও দুষ্প্রাপ্য। আরো তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। পরন্তু সুবিজ্ঞ সুপটু সুরচক সুশীল হইলেও কালের ক্ষমাপাত্র কে। গত শুক্রবারে কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সুস্বাস্থ্যাবস্থায় আমারদের যন্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে তাঁহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণাপ্রযুক্ত অধিকতর সুশীতল জলপান করণানন্তর

বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ঘর্ম্ম হইতে লাগিল তাহাতে রীতিমত ঔষধাদি সেবন করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বী রমণী আছেন পুত্র কন্যামাত্র নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্ত্তমান তাঁহারাও কর্ম্মক্ষম বটেন।

(১১ জুন ১৮৩৪। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

অদ্য আমারদের যে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোক কেবল নহে কিন্তু তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন। ডাক্তর কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে বিনা যন্ত্রণায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। কএক বৎসরঅবধি তিনি অসুস্থ হইয়া ক্রমে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত নহে কেবল দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ সালের অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া গত সেপ্তেম্বর মাসে একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিয়ৎকালপর্য্যন্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে লাগিল যে অদ্যাই মৃত্যু হইবে কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং গত শীতঋতুতে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে বায়ুসেবনার্থ পাল্কিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্শ্ব অবলম্বনেতে গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলতঃ মৃত্যুতে তাঁহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাঁহার অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মনুষ্যের ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন তথাপি তাঁহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই অহ্লাদের বিষয়।

ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কীর্ত্তির প্রণালী তাহা অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বকই স্মরণীয়। একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তাঁহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ লোকেরদের চক্ষে তাঁহাকে চিরস্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি অতিদরিদ্র ব্যক্তির সন্তান এবং যৌবনাবস্থাপর্য্যন্তও তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যন্তাপমাননীয় অর্থাৎ চর্ম্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কোন কীর্ত্তিকর ব্যাপারের অনুপায়ী হইয়াও তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইল যে তিনি যে ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত ৺ তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাঁহার মন

ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার তদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল। স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ মর্ম্ম জ্ঞাত হওনবিষয়ে তাঁহার পরমোৎসুকতাপ্রযুক্ত যে প্রাচীন ভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত ছিল ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ন পাইতেছিলেন তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ন হইলেন এবং যেপর্য্যন্ত তাঁহার নিজরচিত কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সর্ব্ববাদি সম্মতিতে পরম মান্তরূপে গণিত হইল সেই পর্য্যন্ত তিনি অন্যান্য কোষাদি গ্রন্থাভ্যাসে বিরত হইলেন না কিঞ্চিৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন।

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পর্য্যটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়া দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যন্তানুতাপী হইলেন। ফলতঃ তদ্বিষয়ে তিনি এমত খেদান্বিত হইলেন যে তাঁহারদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাঁহার মিত্রগণের মধ্যে তাঁহারই অনুরোধক্রমে এক সৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুছিলেন।

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্মার্কীয় এক জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আপনারদের ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে আইসেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার অনেক দুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নূতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অডনি সাহেবের অনুগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট স্থানে তিনি অনুমতি পাইলেন। ১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষা পরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ন করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিকটে ও দূরে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম প্রকাশ ও নানা পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন।

১৮০০ সালের ১০ জানুআরিতে ডাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর মার্শমন ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য

সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়া মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্‌নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্ব্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ স্বদেশীয় লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট ও দেন্মার্কীয় বাদশাহ প্রথমাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাঁহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি সাহেব বাস করিলেন সেই বৎসর ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনূদিত হইয়া প্রায় তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন এবং তৎসময়ে যে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়া আরম্ভ হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে নানা স্থানে ২৪ মণ্ডলী হইয়াছে।

১৮০১ সালে ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে বঙ্গভাষার এবং একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতদ্রূপে ভারতবর্ষের নানা স্থানহইতে আগত অতিসুধী পণ্ডিতেরদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল এবং তাঁহারদের দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধান২ ভাষায় ক্রমশঃ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি যে ভাষা শিক্ষাইতে লাগিলেন তাঁহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইল। এবং বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া অতিবৃহৎ বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ডিক্সানরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রায় জগৎব্যাপিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্যায় অগ্রগণ্য হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যূন ছিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে প্রস্থিতহওনের অনেককালপূর্ব্বেই উদ্ভিদ্বিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন এবং ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ত্বা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন। এবম্বিধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা তিনি রক্সবরা ও হ্যুকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাঁহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং তাঁহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বারা নূতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন।

কিন্তু হিতৈষিতাকার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঙ্গাসাগরে বালকহত্যা নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকার্য্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহারি উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযুত মার্‌কুইস উএলেস্‌লি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশাসনকার্য্যে তাঁহার পর যিনি নিযুক্ত হইবেন তাঁহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত লিখিয়া গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি সাহেব বড়সাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন।

কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্ব্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত হিতার্থ প্রায় কোন উদ্যাগই এতদ্দেশে হয় নাই।

বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান ও মিসনরি ও ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদকরণ কার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই দেদীপ্যমান ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কি পর্য্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয় তাহা অদ্যাপি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহার পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বঙ্গ দেশস্থ লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাঁহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র ছিল না। পণ্ডিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বসাধারণই উত্তমরূপ ঐ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎসুক বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতেরা তাঁহারদের প্রযত্নেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রূপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে।

ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগস্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম সপ্ততেতে পরিপূর্ণ হইয়া ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

কোলব্রোক সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইঙ্গলণ্ডহইতে যে শেষ সম্বাদ পঁহুছিয়াছে তদ্দ্বারা অবগম হইল যে কোলব্রোক সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত আছেন। ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন তিনি সর্ব্ববিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই। কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। লণ্ডননগরের রায়েল আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ সোসৈটি

স্থাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অনুসন্ধানকরণ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরকরণ।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

ডাক্তর মিল।—সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই।··· তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন পারগ তদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয় অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং ঐ সোসৈটি এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে শ্রীযুত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করা যায় এবং ঐ ছবি সোসৈটির অট্টালিকায় নিত্য দৃশ্যমান থাকে। ঐ সোসৈটির বৈঠকে যখন এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উত্থাপনপূর্ব্বক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে কি পর্য্যন্ত বিবেচনা করেন।

শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কৃত শাস্ত্রে কিপর্য্যন্ত পারদর্শী তদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরদের অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না। অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাহেবের পাণ্ডিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন যে তদ্বিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ণন আপনাকে এক শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ। তাহাতে ঐ পণ্ডিত লিখেন যে আমারদের সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ এমত একজন কোথায় দৃষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিভাবানুশীলনীয় অতিপূর্ব্বকালীন মহাকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ডাক্তর মার্সমন সাহেবের লোকান্তর।—আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ৺প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্সমন সাহেবের কাল হইয়াছে। এতদ্দেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত সুজ্ঞাত আছেন যে তাঁহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই। যে তিন মহানুভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইয়াছে

তাঁহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্ব্বে সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অক্টোবর মাসে তাঁহার পরিবারঘটিত একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ রোগে ও বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানন্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আয়ুর্ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

ডাং মার্সম্যান সাহেবের মৃত্যু।— ... বহুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নানা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্ম্মের সৃজন করেন তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা হয় নাই এবং ঐ সুযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢ়জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎপরেই ক্রমেং এতদ্দেশে বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ হইল ফলতঃ নিশ্চয় অনুমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ না থাকিলে এতদ্দেশে অদ্যাবধি আমারদিগের ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা ঐ ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন অন্য দ্বারা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে ঐ মহাশয়দিগের ন্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ও পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের এমত সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন... ।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪)

শ্রীযুত আদাম সাহেব।—সংপ্রতি শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্ছা ছিল যে ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে ঐ কমিস্তনরী কর্ম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত। আমরাও কহি যে এই বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রীযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের ন্যায় ছোট আদালতের কমিস্তনরী কর্ম্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া যায়।

সভা-সমিতি

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কলিকাতাহইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজসম্বন্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা কএক ছাত্র মিলিয়া বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি ঐ সভাতে কিছু দিন পূর্ব্বে যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি···প্রথমতঃ কোন ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ দুঃখী হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্ত্তা হইল।···

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

যদিও আমরা পূর্ব্ব হইতে শ্রুত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিমলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলডাঙ্গাস্থ হিন্দুকালেজের কতিপয় ন্যূনবর্গীয় ছাত্র আর শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিস্তারিত বার্ত্তা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত না হইবাতে কৌমুদীতে স্থানার্পণ করা যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় উক্ত বালকেরা কেবল বিদ্যানুশীলন বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া থাকেন ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি কোন কটাক্ষ করা তাঁহারদের নির্দ্ধারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল দুইবার অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন যে বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকর্ত্তৃক হইয়া থাকে তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন···।—সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

জ্ঞানসন্দীপন সভা।—বিশিষ্টশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরান্তঃপাতি পাথুরাঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে ঐ সভা প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্গরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইবেক ঐ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়েরা আগমন করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি করেন কিন্তু ঐ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা

যাইবেক কিন্তু অন্তবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না সভার নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ সভ্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্য্যানুরোধে ঐ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্র হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাঁহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়মপত্রে তাঁহার নাম লেখা যাইবেক ইতি। জ্ঞানসন্দীপন সভাসম্পাদকস্য।

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমরা পরম্পরা শুনিতেছি যে চোর-বাগাননিবাসি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটীং ক্লব নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশা যে ইংলণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণেরা অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কর্ম্মসম্পাদকের পরিবর্ত্তন হইবেক বিজিটর অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন। ফলতঃ ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত শারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার সভ্যেরা আগমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্ত্তা আমরা এইরূপে শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্তু কি২ কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা কহিতে আমরা অক্ষম ইতি। শ্রীধরশর্ম্মণঃ।—সং কৌং।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভবদীয় বঙ্গদূতে ব্যক্ত করিয়া অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন।

পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনদ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব

সামাজিকেরা সকলে বিবেচনা পূর্ব্বক বঙ্গরঞ্জিনী নামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্ব্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত জনেরদের গমনাভাব-প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতাবলম্বী মান্যামান্য বিবেচনা শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্ব্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।—বং দূং।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

বঙ্গরঞ্জিনী সভা।—কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আর কোন সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব।—প্রভাকর।

(৬ আগষ্ট ১৮৩১। ২২ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজ।—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান্ হইয়া ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজের দরুণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন···। [চন্দ্রিকা ১৭ শ্রাবণ]

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

···সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদিগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাম্যার্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে

সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।

প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানন্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের এই অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহারদিগকে সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভায় দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুত জয়গোপাল বসু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকস্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে উত্তমরূপে ইহার নির্ব্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্টকরা কর্ত্তব্য ইহাতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা রাখা আমার স্বাঘ্য বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে দুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতি মাসে সভাপতির পরিবর্ত্ত হইবেক কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্য

না করিয়া সম্পাদনকর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন তবে তাঁহার সম্পাদনকর্ম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে ঐ পদাভিষিক্ত করিতে হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাসের মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্ত হইবেক না। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব যে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি বা সম্পাদক যদ্যপি কোন প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভাগণকে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকার সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার সভার তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া উত্তরোত্তর লোকেরদের মহদুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়া প্রায় দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে সভ্যগণেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে "আমারদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যেং মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি।"—কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বসু।

(২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২)

ধর্ম্মসভা।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে এক জন ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্য আবশ্যক কর্ম্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্যান্য কর্ম্ম আগামি বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই।

এই পত্রসম্বলিত শ্রীযুত গীর্ব্বাণনাথ ন্যায়রত্ন যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন তদবিকল এই।

এই আবেদনপত্র পাঠানন্তর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কর্ত্তৃক উক্ত হইল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য ইত্যনুমতানুসারে তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ঐ পুস্তকের মধ্যে শলাকাদ্বারা এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি হইলে উক্ত ন্যায়রত্ন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া অনুমতি গ্রহণপুরঃসর গ্রন্থ ব্যাখ্যারম্ভ করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি করিলেন ন্যায়রত্ন তাহার সদুত্তর দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য হয় না ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ্রবণে ইহার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ করিয়াছেন আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর এই বৈঠকে লিখিয়া দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দায় প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই।

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ করা গেল তৎশ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত সন্তুষ্টিপূর্ব্বক কহিলেন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপনা করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোষিক এবং বিদ্যাবিদ্যোতন পত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানুসারে করিবেন ইত্যাদি স্থির হইলে ঐ দিবসীয় সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি স্বাক্ষরকরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুখসময়ে শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী পণ্ডিত সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর্ম্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতু ধর্ম্মসভার এই এক প্রধান কর্ম্ম অদ্যারম্ভ হইল ৺ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককর্ত্তৃক কথিত হইল যদ্যপিও ধনবান ধার্ম্মিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মোপলক্ষে বহু ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজল্যমান আছে নচেৎ এককালে ম্রিয়মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়া যথাকর্ত্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক

হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক।

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত্তা ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় বাক্যে সমাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা পত্রে কি লিখিত হয় এবং পারিতোষিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল।—চন্দ্রিকা।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যা) বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

বঙ্গভাষা আলোচনার সভা।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গভাষা উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্নগরীয় ঠনঠনিয়ার কালেজ স্ত্রীটে জ্ঞানচন্দ্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে সন্ধ্যার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়া সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর শ্রীযুত শ্যামচরণ শর্ম্মণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সম্পাদকতা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্যান্য সভাসদ মহাশয়েরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপর্য্যন্ত এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—পূং চং।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তানুসারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন

এই পাঠানন্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভায় যাহা রীতি নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে সভা স্থাপনার্থ পূর্ব্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবদ্ধ তাহা রহিত করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদনুসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নির্দ্ধার্য্য হইল। আমরা অতি আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক দুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন অতিশয় দুর্য্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমরা ভরসা করি যে তাহারদিগের ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারদিগের স্নেহের আধিক্য হইবে। আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ পশ্চাদ্গামি হইবেন না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

তিমির নাশক সভা।—আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় ঢাকানিবাসি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ ঢাকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ঐ নগরস্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যার্থি ব্যক্তিরা সভ্য এবং শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বসু সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

গত বুধবার মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউসনের ষান্মাসিক সভা হইয়াছিল। ঐ সভার রিপোর্ট ও কার্য্য সকল পাঠ হওনানন্তর সভাদিগের আকাঙ্ক্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ্য হইল।

ইস্কুল য়াবারটের [স্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। উক্তকার্য্যার্থ অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন। মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্য্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা উপকৃত হইবেন কিন্তু ঐ সভায় নানা বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবান্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের ভাবান্তর হইয়া উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু ঐ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্ব্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশা করিতে পারিব যে আমারদিগের এতদ্দেশীয় জনগণ স্বীয়২ ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা পাইতেছেন। এবং যদ্দ্বারা সুখের হানি জন্মে এমত যে অধীনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ নানা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কার্য্য করিতেন

তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়া সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মনুষ্যেরদিগের বিদ্যার কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কার্য্যে কিছুই হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন না তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় মনুষ্যের ত্বরায় সুধারা হইবে।—জ্ঞাং নাং।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমরা ঐ সভার নিয়ম সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ব্বার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসনা ছিল। আর তাহাতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।—জ্ঞানাং।

শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন।—ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত সে জি সাহেব সংপ্রতি অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অনুবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব সর উলিয়ম জোন্স সাহেব ঐ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেন্ট পিটর্সবর্গ নগরে আদিলংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ ভাষার নাম কিংমূলক ও তন্নামের কি অর্থ এবং তদ্ভাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যোকদেশ আছে পরে অন্য২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঐক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে২ অনুবাদ হইয়াছে তাহার এক ফর্দ্দ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ডদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহার বয়ঃক্রম পচিশ বৎসরের ন্যূন না হয় ও প্রতিবৎসরে ছাত্রেরদের স্থান

হইতে কিছু না লইয়া বর্ষমধ্যে বেয়াল্লিশ দিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে ক্রটি করেন তাহাতে তাঁহার এক শত টাকা দণ্ড হইবে এবং যদি প্রদান করিতে ন্যূনতা করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন তাঁহার বেতন বার্ষিক দশ হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে। অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগণো ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনেতে তাঁহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। ঐ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাঁহারা তদ্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল হইবে।

এইক্ষণে আমরা চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে স্বদেশীয় বালকদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদের হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে হিন্দুরা ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪। ১২ বৈশাখ ১২৪১)

এজুকসন কমিটি।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রে লেখেন যে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর না হয় ইঙ্গরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আনুকূল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক বৈঠক হইয়া তদ্বিষয়ক আন্দোলন হইল।

(১ নবেম্বর ১৮৩৪। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্নবান হইয়াছেন যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আনুকূল্যে ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপার্জ্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ মিসিনরিরাও আছেন। তৎপ্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএন্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেণ্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাণহাটা একিডিমি এবং কবরডাঙ্গা ও মির্জাপুর ইঙ্গলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশালা ভদ্রসন্তানের ও দীন দরিদ্রের

বালকগণের বিদ্যোপার্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচার্য্য ও গুরুমহাশয় যাঁহারা স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভঙ্কর-কৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্তু ইহাতে অনুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির পূর্ব্ব বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ ইঙ্গরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা গণিত ও তর্ক যাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বালকেরা প্রায় কর্ম্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলণ্ড হইতে বৃষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্ জন ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠী পত্রাদিও লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক হইতে ত্রিহুত কতদূর পাণ্ডব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান বলবান্ কে ছিল শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন এবং চারি পুত্র বর্ত্তমানে দশরথ রাজা কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় দেখিয়াছি। কোন২ বালক যাঁহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদর্শী হইয়াছেন তাঁহারদিগকে কাগ ক্রান্তিসম্বলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এণ্ড পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা হইলেই স্বস্বমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহ্য করেন সুতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক্ক হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করেন তবে স্বভাষান্বিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না কেন সর্ব্বসাধারণের যত্ন না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী বিদ্যার চর্চা পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া স্বভাষায় অনুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই

এদেশস্থ স্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন। কস্যচিৎ হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ।—চন্দ্রিকা।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

বিদ্যাধ্যাপন।—যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে যে তাঁহারা নীচে লিখিতব্য কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক ঐ সাহেবেরা গবর্ণমেন্টের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকর্তৃক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাঁহারা নিজে কিরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদির যে পর্য্যন্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন তাহা দরখাস্তে লিখিবেন।

যাঁহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন তাঁহারা ঐরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির আপনং দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ত্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫।

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২১ ভাদ্র ১২৪২)

কলিকাতার পুস্তকালয়।—গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। ঐ সমাজে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল তাঁহারা ঐ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দ্ধার্য্য করিয়া টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

সাধারণ পুস্তকালয়।—কলিকাতার যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে। এক শত জন সাহেব ঐ পুস্তকালয়ে তিনং শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে এবং অতি শীঘ্রং সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া ঐ আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে।